ইউনিট ২: শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণা, প্রকারভেদ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্ক

ভূমিকা

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ কর্মদক্ষ হয়ে উঠে এবং তার জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করে থাকে। তাই বলা যায় মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধি বৃত্তিক বিকাশ ঘটে থাকে যার ফলে তার কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত উন্নয়নের সামষ্টিক রূপই হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এ জন্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনায় শিক্ষাকে আলাদাভাবে বিবেচনায় নিয়ে আসছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্যান্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত করে শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

এই ইউনিটে শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ধারণার বিষয়গুলো ৪টি পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে–

পাঠ ২.১: শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণা

পাঠ ২.২: শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং প্রয়োজনীয়তা

পাঠ ২.৩: শিক্ষা পরিকল্পনার প্রকারভেদ

পাঠ ২.৪: শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক

পাঠ ২.১: শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণা দিতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিল্পনার উপাদান/বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

আধুনিক বিশ্বে যে সকল দেশে আনুষ্ঠানিক সাধারণ ও উচ্চ শিক্ষার অবকাঠামো রয়েছে সে সকল দেশে শিক্ষা পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনাবিদগণ কোন দেশের অর্থনীতিকে সাধারণত বিভিন্ন খাতে (Sector) বিভক্ত করে থাকেন। এসকল খাতগুলো হলো শিল্প, কৃষি, যানবাহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি। তাই কোন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে পরিকল্পনাবিদগণ শিক্ষাকে সামগ্রিক অর্থনীতির একটি খাত হিসেবে বিবেচনা করে শিক্ষার জন্যও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

শিক্ষা পরিকল্পনা বলতে সাধারণত একটি দেশের সামগ্রিক শিক্ষার জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকেই বোঝানো হয়। এতে সকল ধরনের আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে নানা ধরনের সংজ্ঞা প্রচলিত আছে।

শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণা

পরিকল্পনা হলো প্রকল্পায়িত ক্রিয়াকলাপের গতিপথ (এইচ. নিউম্যান) এবং শিক্ষা পরিকল্পনা হলো কোন দেশের সামগ্রিক শিক্ষার জন্য প্রণীত পরিকল্পনা। পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং সম্পদের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা যেন যে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে তা সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়।

রবার্ট এ. ডাল এর মতে, "Planning is more and more regarded as equivalent to rational social action, that is as a social process for reaching a rational decision". আলবার্ট ওয়াটার স্টোন পরিকল্পনার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো, "It represents the rational application of human knowledge to the process of reaching decisions a which are to serve as the basis of human action".

UNESCO (2010) কর্তৃক প্রকাশিত Educational Planning: Approaches, Challenges and International Frameworks, Module 1-এ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'Planning is the intellectual anticipation of possible future situations, the selection of desirable situation to be achieved (objectives) and the determination of relevant actions that need to be taken in order to read these objectives at a reasonable cost.

শিক্ষা পরিকল্পনা শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রণীত পরিকল্পনা। শিক্ষাকে যুগোপযোগী, মানসম্পন্ন, কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হল শিক্ষা পরিকল্পনা। শিক্ষা পরিকল্পনার যাত্রা শুরু সেই প্রাচীন কাল থেকেই। প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে নগর রাষ্ট্র স্পার্টার (Spartans) শিক্ষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সক্রেটিসের শিষ্য Xenophone বলেন, "(Spartans) Planned their education to fit their well defined military, social and economic objectives". প্রায় একই সময়ে সক্রেটিসের আরেকজন শিষ্য প্লেটো (Plato) তাঁর Republic গ্রন্থে শিক্ষা পরিকল্পনা বলতে বুঝিয়েছেন– 'An education plan to serve the leadership needs and political purposes of a themes'.

শিক্ষা পরিকল্পনায় ন্যূনতম কিছু বিষয় জড়িত থাকে। যেমন- অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ ইত্যাদির সাথে শিক্ষার সম্পর্ক। এছাড়া শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে এমন বিষয়াবলী। পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা শিক্ষা পরিকল্পনায় নির্দেশিত থাকে। শিক্ষা পরিকল্পনা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেমন টেকনিক্যাল, প্রশাসনিকসহ বহু সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী ব্যক্তি জড়িত থাকে।

'The general purpose of national educational planning in any country is to assist and facilitate the development of the education system'.

শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পরিকল্পিত মানব সম্পদ উন্নয়নই শিক্ষার লক্ষ্য এবং এই পুঁজি সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্যই শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের বহুকিছু অর্জন করতে হবে। শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদার নিরিখে নির্ধারিত হয়। এতে কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্তর, শিক্ষায় অগ্রগতি বা পশ্চাৎপদতা, সম্পদ প্রাপ্তি প্রভৃতিকে বিবেচনায় আনতে হয়। এ সকল বিষয় বিবেচনার ফলে দেখা যায় যে, উন্নত দেশসমূহের শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের সাথে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। আবার শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর ভেদে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা পরিকল্পনার মাঝেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সামনে রেখে শিক্ষা পরিকল্পনার বিশেষ কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো-

১। শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল সাধারণ এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সাক্ষরতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌছে দেয়া।
২। নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রা সামনে রেখে শিক্ষার পরিমাণগত দিক অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত দিকের উন্নয়ন সাধন।
৩। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ করা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পুরণে সক্ষম হয়।
৪। শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের চাহিদা পূরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মসূচি প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল ও নির্দেশনা প্রদান।
৫। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষাখাতে সীমিত বরাদ্দ পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করে অধিক প্রতিদান লাভ করা।
৬। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ সাক্ষরতার হার অর্জন করা।
৭। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপোযোগী বয়সের শিশুদের সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনয়ন করা।
৮। সকলের জন্য শিক্ষা এবং গণসাক্ষরতা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।
৯। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগদান এবং দেশে ও বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১০। শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরের প্রচলিত সিলেবাস পর্যালোচনা করা ও উন্নততর শিক্ষার সিলেবাস প্রচলন করা প্রভৃতি।

শিক্ষা পরিকল্পনার উপাদান/বৈশিষ্ট্য

যে কোন সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ন্যায় শিক্ষা পরিকল্পনারও কতকগুলো উপাদান রয়েছে। উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

১. **শিক্ষা পরিকল্পনার প্রক্রিয়া:** শিক্ষা পরিকল্পনা একটা নিরবচ্ছিন্ন কর্মকান্ড যা সম্পাদন করার জন্য ইনপুট হিসেবে (Input) সম্পদ ও শক্তির (Energy) প্রয়োজন রয়েছে।
২. **প্রস্তুতি:** শিক্ষা পরিকল্পনা হলো একসেট সিদ্ধান্ত প্রস্তুতকরণের প্রক্রিয়া এবং ইহা সরকারী কোন সংস্থার মাধ্যমে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়।
৩. **সেট:** এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রস্তুতকরণ ও শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। যদিও শিক্ষা পরিকল্পনা হলো এক ধরনের সিদ্ধান্ত প্রস্তুতকরণ, কিন্তু এক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনা হলো এক সেট সিদ্ধান্তের সমাহার। এতে অনেকগুলো পরস্পর নির্ভরশীল ম্যাট্রিক্স থাকে যা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্যে করে।

৪. **সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ** প্রাথমিকভাবে শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য পরিকল্পনাবিদ, পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উন্নততর সিদ্ধান্ত প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করতে হয়। অতঃপর পরিকল্পনার জন্য জনসমর্থন আদায় ও গণসম্পর্ক উন্নয়ন প্রভৃতি করতে হয়। সর্বশেষে শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সচেষ্ট হতে হয়।

৫. **ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গিঃ** শিক্ষা পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো ইহা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। এতে বর্তমান সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের প্রক্ষেপণ (Projection) করা হয় এবং পরিকল্পনাকালীন সময়ে অবিরাম পুনমূল্যায়ন, উপযোজন (Adjustment) প্রভৃতির মাধ্যমে নমনীয় (Flexible) পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

৬. **লক্ষ্যাভিমুখীতাঃ** ভবিষ্যত কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার কর্মপন্থায় অনেকগুলো সুপারিশ গৃহীত হয়ে থাকে। তার অর্থ এই নয় যে, পরিকল্পনা প্রক্রিয়া পরিস্কারভাবে সংজ্ঞায়িত উদ্দেশ্যাবলীর সাহায্যে সর্বদা কাজ শুরু করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে কাজ করার জন্য উদ্দেশ্যাবলী সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ও সূত্রায়িত করা হয় না, বরং কিছু নীতি (Policy) নির্ধারণ করা হয়।

৭. **কাম্য উপকরণঃ** শিক্ষা পরিকল্পনার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। তাহলো- তথ্য সংগ্রহকরণ, জ্ঞানের ব্যবহার, নিয়মতান্ত্রিক ও সমন্বিতভাবে উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি। শিক্ষা পরিকল্পনার পদ্ধতি, কার্যপ্রণালী এবং কৌশলের মৌলিক লক্ষ্য হলো সামান্যতম সম্পদের (Input) সাহায্যে এসব কাম্য উপকরণসমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

শিক্ষা পরিকল্পনা হলো- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষানীতির সমাবেশ যা বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করে এবং সে সকল লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে। অতএব, শিক্ষা পরিকল্পনা হলো এমন একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ সচেতনভাবে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে শিক্ষার কতকগুলো লক্ষ্য চিহ্নিত করে এবং সেসকল লক্ষ্য নির্দিষ্ট সময়ে অর্জনের পদ্ধতি ও সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে পরিকল্পনাবিদগণ কোনটিকে অর্থনীতির একটি খাত হিসেবে বিবেচনা করেন?

ক. শিক্ষা খ. সংস্কৃতি গ. ইতিহাস ঘ. ঐতিহ্য

২. Republic গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. সক্রেটিস খ. প্লেটো গ. এ্যারিস্টোটল ঘ. জেনোফোন

৩. কে সক্রেটিস-এর শিষ্য ছিল না?

ক. প্লেটো খ. জেনোফোন গ. এ্যারিস্টোটল ঘ. কোনটিই নয়

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. খ, ৩. গ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিকল্পনা কী?

২. শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে প্লেটোর মত কি?

৩. শিক্ষা পরিকল্পনায় কোন বিষয়গুলো জড়িত থাকে?

৪. শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণা উল্লেখপূর্বক শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন।

২. শিক্ষা পরিকল্পনার উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ২.২: শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও প্রয়োজনীতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা পরিকল্পনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে যে কোন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হয়। দেশের সরকারই মূলত দেশেল কল্যাণে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা পরিকল্পনায় পরিবর্তন পরিমার্জন ও পরিশোধন করা হয়ে থাকে। তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধাসমূহ অনেক সময় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য সরকারকে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে দেশেল উন্নয়নের কথা ভেবে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

সাধারণত শিক্ষা পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হয়ে থাকে। তাই এর সুফল ও দীর্ঘ মেয়াদে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে তা দীর্ঘ মেয়াদে প্রয়োগ করা হয়। শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি হওয়া থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর এবং তার পরে কর্মে নিয়োজিত হওয়া পর্যন্ত এই সময়টি বিস্তৃত।

শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদার কথা বিবেচনা করে প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া সময়ের সাথে সাথে সমাজের পরিবর্তন ঘটছে এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। শিক্ষা পরিকল্পনার সময় এই বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হয়। তাই বলা যায় সমাজ ভেদে শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যসমূহ হল–

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎজীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পনার প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
১১. বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।
১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।
১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।
১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা ।
১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা।
১৮. এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।
১৯. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
২০. সর্বক্ষেত্রে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।
২১. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেলক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।
২২. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
২৩. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।
২৪. দেশের আদিবাসী সহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।
২৫. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।
২৬. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
২৭. শিক্ষা ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২৮. বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।
২৯. শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
৩০. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩১. মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

অতএব, জনশক্তিকে জনসম্পদ ও পুঁজিতে পরিণত করাই হলো শিক্ষা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো জ্ঞান নির্ভর সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। এভাবে আজকের পরিকল্পিত শিক্ষাই ভবিষ্যত উন্নত সমাজ গঠনের সফলতা অর্জনের কৃতিত্ব বহন করতে পারে।

শিক্ষা পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বিশ্ব ক্রমশ প্রযুক্তি নির্ভর সমাজে পরিণত হতে চলেছে। জনসংখ্যা, মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা, প্রতিবেশবিদ্যা (Ecology),হ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপরিকল্পিত প্রয়োগ প্রভৃতিসহ নানাবিধ সমস্যা সমধানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা রয়েছে। এসকল সমস্যা সমাধানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকল্পনা প্রণয়নের যোগ্যতা অর্জন বাধ্যতামূলক (Mandatory) হয়ে পড়ে। এসকল যোগ্যতা অর্জনকারী মানব সম্পদ সৃষ্টিতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ অপচয় রোধ, মিতব্যয়িতা, শিক্ষা-নিয়োজন সংযোগ (Education Employment Linkage), অর্থনীতিতে শিক্ষিত মানব সম্পদের খাতওয়ারী বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা প্রভৃতি নিরূপণ করা প্রয়োজন।

উপর্যুক্ত চাহিদাগুলো পূরণের নিমিত্তে দেশের কত সংখ্যক শিক্ষার্থীকে কি পরিমাণ শিক্ষাদান করতে হবে, কি পরিমাণ সময় ও সম্পদের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পরিকল্পিত সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিরূপ হবে, কি পরিমাণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী বিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রয়োজন হবে তাও নির্ণয় করতে হবে।

প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য কতটুকু স্থান প্রয়োজন হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কত সংখ্যক শিক্ষকের চাহিদা দেখা দিবে, কিভাবে তা পূরণ হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণে কি পরিমাণ অর্থ ও স্থানের প্রয়োজন হবে প্রভৃতি নিরুপণের এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। একটি জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জাতির উন্নয়নের অগ্রযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ হল শিক্ষা পরিকল্পনা। তাই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার বিকল্প নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হয়। নিচে শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা দেয়া হল–

১. পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্টকরণ করা হয়ে থাকে এবং সমস্যা সনাক্তকরণ জরুরি।
২. দৈনন্দিন কাজের পথ প্রদর্শন করা।
৩. যুক্তি সঙ্গতভাবে শিক্ষা সম্পদ (লোকবল, অর্থ এবং উপকরণ) শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ-এর মধ্যে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বণ্টন করা।
৪. শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত সকল গ্রুপের চাহিদা মেটানো নিশ্চিতকরণের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা প্রয়োজন।
৫. জাতি ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করে সম্পদ ও সময়ের অপচয় রোধ করার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে।
৬. শিক্ষা খাত সমাজের অন্যান্য সকল খাতের সাথে সম্পৃক্ত। সেই সব খাতের সাথে শিক্ষা খাতের সমন্বয় প্রয়োজন। এই সমন্বয় করার জন্য সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন।

কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্জনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি শিক্ষার্থীর আসন বিন্যাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকের চাহিদা, চাহিদা পুরণের উপায়, অবকাঠোমো নিমার্ণে অর্থ ও ভৌত সুবিধার প্রয়োজন ইত্যাদি চিহ্নিত করে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে– ইউনেস্কোর শিক্ষা পরামর্শক এবং নাইজেরিয়ার বেনিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ টি.এম উসুফু (T. M. Yosufu) বলেন, "Educational planning as a scientific process is applicable is all countries..... In the poor countries, however, it in of special relevance, partly because of prevailing high degrees of illiteracy and parity because of the extreme scarcity of resources which must, therefore, be spread both thinly and wisely".

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সাধারণত শিক্ষা পরিকল্পনা কোন ধরনের হয়ে থাকে?

ক. স্বল্প মেয়াদী　　খ. মধ্য মেয়াদী
গ. দীর্ঘ মেয়াদী　　ঘ. প্রকল্পভিত্তিক

২. সমাজ ভেদে শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার লক্ষ্যগুলো-

ক. সর্বদা একই থাকে　　খ. সর্বদা ভিন্ন হয়
গ. মাঝে মাঝে ভিন্ন হয়　　ঘ. কোন প্রভাব পড়ে না

৩. মানুষের উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম কোনটি?

ক. শিক্ষা　　খ. শিল্প
গ. কৃষি　　ঘ. প্রযুক্তি

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনা কোন ধরনের প্রক্রিয়া?
২. শিক্ষা পরিকল্পনা কোন সময় পর্যন্ত বিস্তৃত?
৩. শিক্ষা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কী?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করুন।
২. শিক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ২.৩: শিক্ষা পরিকল্পনার প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা পরিকল্পনার নানা প্রকারভেদ চিহ্নিত করতে পারবেন।

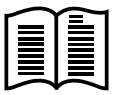

বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন পরিকল্পনাবিদ শিক্ষা পরিকল্পনাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে থাকে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা ভাগ করা যেতে পারে। আবার বিভিন্ন মেয়াদ অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায় এবং কৌশলগতভাবেও পরিকল্পনা করা যেতে পারে। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ দেখান হল–

১. **ম্যাক্রো পরিকল্পনা:** জাতীয় বা একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয় তাকে ম্যাক্রো পরিকল্পনা বলা হয়ে থাকে। এ পরিকল্পনায় দেশ বা জাতির সামগ্রিক চাহিদার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতিক, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলো এখানে বিবেচনায় নিয়ে সামগ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে এই পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। দেশের সম্পদ ও সম্পদের চাহিদার উপর ভিত্তি করেও এই পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে।

এই পরিকল্পনা করার সময় প্রথমে দেশেল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতিক চাহিদা এবং আশা আকাঙ্খার মূল্যায়ন করা হয় এবং সেই অনুযায়ী একটি সাধারণ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থার ও মূল্যায়ন করে ধীরে ধীরে তা নতুন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করা হয় এবং পরিশেষে শিক্ষা সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যক্রম শুরু করা হয়।

২. **মাইক্রো পরিকল্পনা:** মাইক্রো পরিকল্পনা একটি এলাকা, বিভাগ বা বিভাগ নিয়ে হতে পারে। নির্দিষ্ট এলাকার সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, কৃষি, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এই পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। ঐ এলাকার সাধারণ মানুষের চাহিদার কথা বিবেচনা করে সেই পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। সাধারণত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রম ডিজাইন করার ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এ ক্ষেত্রে প্রথমে ঐ এলাকার সমাজ ব্যবস্থা ও জনজীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তার শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে প্রয়োজনীয়তা সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ম্যাক্রো পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য করার কথাও মনে রাখতে হয়। এরপর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা:** শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন– স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয় তাকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা বলে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠন করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে।

৪. **স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা:** সাধারণত ত্রৈমাসিক, চতুর্মাসিক, ষান্মাসিক, এক বছর ও দুই বছর মেয়াদী পরিকল্পনাকে স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা বলে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে সর্বপ্রথম জরুরী ভিত্তিতে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ২ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। আবার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্বে ২ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। জরুরী প্রয়োজন মেটাবার জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৫. **মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা:** সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলো জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। দেশের সকল সেক্টরের কথা চিন্তা করে চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিকল্পনার আওতাধীন অনেক প্রোগ্রাম থাকে। এগুলো সূক্ষাতিসূক্ষভাবে বিচার করে এগুলো থেকে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা সেক্টরে শতকরা ১০০ জন লোককে শিক্ষিত করে তোলা একটি প্রোগ্রাম বা

কর্মসূচি। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন- সকলের জন্য সাক্ষরতা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ঝরে পড়াদের জন্য শিক্ষা, উপজাতিদের শিক্ষা ইত্যাদি। মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য প্রণীত হয়ে থাকে।

৬. **দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা:** জাতির ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনা ১০-২৫ বছর মেয়াদী হয়ে থাকে। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য পৃথিবীর অনেক দেশই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের দেশেও এ ধরনের প্রকল্প প্রচলিত রয়েছে। এ ধরনের প্রকল্প দেশের সম্পদ এবং কাঙ্খিত ফলাফলের দিকে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সাধারণত অতীত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে এ ধরনের প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়ী ফল লাভের জন্য করা হয়ে থাকে।

৭. **স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা:** এই পরিকল্পনা এক ধরনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা। তবে এ পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মত শুধু উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই ব্যবহার করা হয় না। এর মুখ্য কাজ হলো সমস্যা চিহ্নিত করণ এবং তার সমাধান দেওয়া। প্রয়োজনে গতানুগতিকতা পরিহার করে স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করে নতুন পন্থায় সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনার কর্মমুখীতা অনেক বেশি। যা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় নাই।

এছাড়া পরিকল্পনার অপরাপর শ্রেণি বিভাগুলো হল: (১) কেন্দ্রীভূত এবং (২) বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা। বিশ্বের যে সব দেশে ফেডারেল সরকার রয়েছে যেমন- ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি। সে সব দেশে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতির সামগ্রিক চাহিদার ভিত্তিতে কোন ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে?
ক. ম্যাক্রো পরিকল্পনা খ. মাইক্রো পরিকল্পনা গ. প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ঘ. স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা

২. কোন পরিকল্পনায় সমাজ ব্যবস্থা ও জনজীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়?
ক. ম্যাক্রো পরিকল্পনায় খ. মাইক্রো পরিকল্পনায় গ. প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় ঘ. দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায়

৩. স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা কোন ধরনের পরিকল্পনা?
ক. দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা খ. স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ. মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা ঘ. ম্যাক্রো পরিকল্পনা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ম্যাক্রো পরিকল্পনা কী?
২. শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রম ডিজাইন করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়?
৩. জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে?
৪. স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মূল পার্থক্য কী?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনার প্রকারভেদগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ ২.৪: শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি চিহ্নিত করতে পারবে;
- শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনা হলো অন্যের দ্বারা কাজ সম্পাদনের কলা (art) বিশেষ। কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মানব সম্পদের কর্মক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার। এছাড়া বস্তুগত সম্পদ, ভৌত সম্পদ, অর্থ সম্পদ, তথ্য সম্পদ ব্যবহার ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ।

'Management is a social process which is design to ensure cooperation participation, intervention of others in the effective achievement of given or determined objectives. Management may also be defined as achieving goals in a way that makes the best use of all resources'.

ব্যবস্থাপনা হলো একটি প্রক্রিয়া যেখানে কাজ সম্পাদনে অন্যকে ব্যবহার করে তা 'Efficiently and Effectively' করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা প্রশাসনিক স্বার্থ হাসিলের তাগিদে অধঃস্তন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নির্ধারিত কার্য সম্পাদনের জন্য পরিচালিত করার প্রক্রিয়াকেই ব্যবস্থাপনা বলে।

হেনরী ফেয়োল-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান, পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা"। অপরদিকে স্ট্যানলী ভ্যান্স-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্পষ্টভাবে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে মানব সম্পাদিত কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া মাত্র"।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হলো শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উপাদান ও উপকরণের যথাথর্ত ব্যবহার। জাতীয় উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় রেখে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় সাধন এবং প্রেষণার প্রক্রিয়াগত কৌশল হলো শিক্ষা ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করাকে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বলে। এস. জে. কেনেভক-এর মতে- "শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায়- শিক্ষা কার্যক্রমের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মানব সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদের সংগঠন, পরিচালনা ও কার্য বণ্টনের প্রক্রিয়া"।

Plan implementation and management- AIOU এর মতে, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হলো– 'Educational management is defined as a process of validating purposes and allocating resources to achieve the maximum attainment of purpose with the minimum allocation of resources'.

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলিকে শ্রেণিকরণ করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হলো কুনজ ও ডেনিয়েল-এর শ্রেণিকৃত কার্যাবলি। তাঁরা 'Principles of Management' নামক গ্রন্থে ব্যবস্থাপনার কাজকে ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা–

১। পরিকল্পনাকরণ (Planning)
২। সংগঠিতকরণ (Organizing)
৩। কর্মী নির্বাচন (Staffing)
৪। নির্দেশনা দান (Directing)
৫। নিয়ন্ত্রণ (Controlling)

১। পরিকল্পনাকরণ (Planning): প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত বিশদ কার্যক্রম ও কর্মপন্থা হল পরিকল্পনা। কখন, কোথায়, কার দ্বারা, কিভাবে কি কাজ করতে হবে তার নকশাই হচ্ছে পরিকল্পনা। পরিকল্পনার মাধ্যমেই সকল কাজের অগ্রগতি সাধন করতে হয়।

২। **সংগঠিতকরণ (Organizing):** কোন প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য এর জনশক্তিকে সংগঠিত করতে হয়। সংগঠন বলতে বোঝায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির বিভাজন ও শ্রেণিবদ্ধকরণ, দায়িত্বসমূহের সংজ্ঞা নিরূপণ এবং কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ যাতে কর্মীরা নিজ নিজ দায়িত্বসমূহ যথাযথ পালনে সক্ষম হয়।

৩। **কর্মী নির্বাচন (Staffing):** জনশক্তি বা কর্মচারীদের দ্বারাই তৈরি হয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামো। সুতরাং প্রয়োজনীয় জনশক্তি নিয়োগ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও কাজের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা আবশ্যক।

৪। **নির্দেশনা দান(Directing):** সঠিক নির্দেশনা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। কাজেই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় এবং তদানুযায়ী কর্মচারীদের সাধারণ ও বিশেষ আদেশ বা নির্দেশনা প্রদান করতে হয়। সংগঠিতকরণ কার্যাবলি সম্পাদিত হলে কার্য সম্পাদনের নির্দেশনার কাজ আসে।

৫। **নিয়ন্ত্রণ (Controlling):** নিয়ন্ত্রণ হলো- ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির সর্বশেষ কাজ। যার মাধ্যমে পরিকল্পনায় যে অভিক্ষেপিত কার্যসূচির নির্দিষ্ট মান দেয়া থাকে, সে মানের সাথে সম্পাদিত কাজের তুলনা করে তারতম্য বা বিচ্যুতি নির্ধারণ করা এবং সংশোধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নিয়ন্ত্রণ হলো- একটি ফলাবর্তন (Feedback) ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জনের জন্য পূর্বে প্রতিষ্ঠিত আদর্শমানের ভিত্তিতে অর্জিত ফলাফলের তুলনা করে নির্ণীত বিচ্যুতি দূরীকরণ কল্পে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক

শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পরিকল্পনা একটি তাত্ত্বিক (Theoretical) বিষয় কিন্তু ব্যবস্থাপনা হলো এর কার্যকারণ (functional)। শিক্ষা পরিকল্পনায় যাই থাকুক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন নির্ভর করে দক্ষ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর।

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা কাজ করেন তারা ব্যবস্থাপক (manager), কর্মী (staff) ও নানা ধরনের টেকনিক্যাল জনবল থাকে। শিক্ষা পরিকল্পনার নির্দেশিত বিষয়াবলী এদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। এরা যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ, আন্তরিক ও পেশাগত মনোভাবাসম্পন্ন না হন তা সাফল্যে আসবে না। ব্যবস্থাপকরা পরিকল্পনাকে কতটা 'Efficiently and Effectively' প্রতিটি সেক্টরে বাস্তবায়ন করতে পারে তার সাফল্যই প্রকল্পের সাফল্যের উপর বর্তাবে।

তাই শিক্ষা পরিকল্পনার সুফল পেতে হলে যেমন সুচিন্তিত, যৌক্তিক, জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে তেমনি প্রয়োজন দক্ষ ব্যবস্থাপনার। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।)

১. ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ কোনটি?
ক. সংগঠিতকরণ খ. কর্মী নির্বাচন গ. পরিকল্পনাকরণ ঘ. নিয়ন্ত্রণ

২. পরিকল্পনা কোন ধরনের বিষয়?
ক. Functional খ. Theoretical গ. Practical ঘ. Administrative

৩. ব্যবস্থাপনা হলো–
ক. Functional খ. Theoretical গ. Practical ঘ. Administrative

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যবস্থাপনা কী? শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
২. Principles of Management বইটির লেখক কে?
৩. 'নিয়ন্ত্রণ' ব্যবস্থাপনার কোন পর্যায়ের কাজ?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করুন।